'সামান্যলক্ষণ'। কিন্তু অধি ও পরি, এই নিপাত দুইটি কোন অর্থ বা সম্বন্ধ দ্যোতনা
করিয়াই কর্মপ্রবচনীয় হয়। কোন সম্বন্ধ যখন দ্যোতনা করে না তখন কোন কালে কে
ক্রিয়ার সংগেও ইহাদের সংযোগ ছিল না। এবং ইহারা কোন বিশেষ বিভক্তির
নিয়ামক নহে। যদি কর্মপ্রবচনীয়ের কোন লক্ষণই ইহাদের মধ্যে না থাকে, তা
ইহাদিগকে কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞায় অভিহিত করিবারই বা প্রয়োজন কি? তদুত্তরেই দীক্ষি
বলেন — গতিসংজ্ঞাবাধাৎ ইত্যাদি।

ইহাদের কর্মপ্রবচনীয়ত্ব যদি অস্বীকার করা হয়, তবে ইহারা 'গতি' সংজ্ঞা প্রা
হইবে। 'গতি হইলে ক্ষতি কি? গতি হইলে স্বরে ভেদ হইবে। 'গতির্গতৌ' এ
সূত্রানুসারে 'গতৌ' অর্থাৎ গতিসংজ্ঞক শব্দ পরে থাকিলে 'গতিঃ' অর্থাৎ পূর্ববর্
গতিসংজ্ঞকশব্দ অনুদাত্ততা প্রাপ্ত হয়। কুতোঽধি ইত্যাদি উদাহরণ দুইটিতে 'আগচ্ছতি-
'আ' গতি, অতএব ইহার পূর্ববর্তী অধি ও পরি যদি 'গতি' হয়, তবে উহাদের স্ব
'গতির্গতৌ' এই নিয়মানুসারে 'অনুদাত্ত' হইবে। যদি 'অনুদাত্ততা' নিবারণ করিতে হ
তবে উহাদের কর্মপ্রবচনীয়ত্ব স্বীকার করিতে হয়, স্বীকার না করিলে 'গতি' সংজ্ঞা বাধি
হয় না। অতএব অধি ও পরি-র 'গতি' সংজ্ঞায় বাধা দেওয়ার জন্যই উহাদে
'কর্মপ্রবচনীয়তা' স্বীকার্য। কর্মপ্রবচনীয়তার জন্যই 'গতির্গতৌ' এই সূত্রটি প্রযোজ্য হ
নাই, প্রযোজ্য না হওয়ায় আলোচ্য উদাহরণ দুইটিতে অধি ও পরি-র স্বর 'অনুদা
হইতে পারে নাই। অতএব সাধারণ নিয়মে ইহারা 'কর্মপ্রবচনীয়' না হইলেও স্বরভেদে
জন্যই ইহাদের কর্মপ্রবচনীয়তা অনস্বীকার্য। ইহাই সূত্রটির বিশেষ তাৎপর্য।

❑ ৫৫৫। সুঃ পূজায়াম্ ১।৪।৯৪।।

● দী। সু সিক্তম্। সু স্তুতম্। অনুপসর্গত্বান্ন ষঃ।
পূজায়াং কিম্? সুষিক্তং কিং তবাত্র? ক্ষেপোঽয়ম।

● অনুবাদ। পূজা অর্থাৎ প্রশংসার্থে 'সু' কর্মপ্রবচনীয় হয়। যথা, সু সিক্তম্ ইত্যাদি
'উপসর্গ' না হওয়ায় ষত্ব হয় নাই। পূজার্থে কেন? প্রশংসা না বুঝাইলে কর্মপ্রবচনীয় হ
না। যথা, সুষিক্তং ইত্যাদি। এই বাক্যে 'ক্ষেপ' অর্থাৎ নিন্দা বুঝাইতেছে।

• আলোচনা। প্রশংসার্থেই 'সু' কর্মপ্রবচনীয় হয়, নিন্দার্থে নহে। কর্মপ্রবচনীয় হইলে 'ষত্ব' হয় না। যথা, সু সিক্তম্ (সুন্দর সেচন)। সু স্তুতম্ (সুন্দর স্তব)। সুন্দরার্থ প্রশংসাদ্যোতক। কিন্তু সুষিক্তং কিং তবাত্র (এই কি তোমার সুন্দর সেচন?) এই বাক্যে সেচনের 'সুন্দরত্ব' সম্বন্ধে প্রশ্নের মধ্য দিয়া উপহাস বা নিন্দাই বুঝাইতেছে। অতএব 'সু' এস্থলে কর্মপ্রবচনীয় নয়, উপসর্গ। উপসর্গ বলিয়াই 'ষিক্তম্'-এ ষত্ব হইয়াছে। সিক্তম্ ও স্তুতম্ এই দুই পদে ভাববাচ্যে 'ক্ত' হইয়াছে, অতএব ইহারা বিশেষ্যপদ। অর্থ— সেচন ও স্তব।

❑ ৫৫৬। অতিরতিক্রমণে চ ১।৪।৯৫।।

• দী। অতিক্রমণে পূজায়াঞ্চ অতিঃ কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞঃ স্যাৎ। অতি দেবান্ কৃষ্ণঃ।

অনুবাদ। অতিক্রম ও প্রশংসার্থে 'অতি' কর্মপ্রবচনীয় হয়। যথা, অতি দেবান্ কৃষ্ণঃ (গুণে কৃষ্ণ দেবতাগণকে অতিক্রম করেন অথবা দেবতাগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট)।

• আলোচনা। 'অতি দেবান্ কৃষ্ণঃ' এই বাক্যটি অতিক্রম ও পূজা, দুয়েরই উদাহরণ। অতিক্রমার্থে অতিরিক্ত উদাহরণ যথা, অতি সিক্তম্ (মাত্রাতিরিক্ত সেচন)। পূজার্থে অতিরিক্ত উদাহরণ— অতি স্তুতম্ (অতিশয়িত স্তব)। এতদুভয়স্থলেই কর্মপ্রবচনীয়ত্বহেতু 'ষত্ব' হয় নাই।

❑ ৫৫৭। অপিঃ পদার্থ-সম্ভাবনান্ববসর্গগর্হাসমুচ্চয়েষু ১।৪।৯৬।।

• দী। এষু দ্যোত্যেষু অপিরুক্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ। সর্পিষোঽপি স্যাৎ। অনুপসর্গত্বাৎ ন ষঃ। সম্ভাবনায়াং লিঙ্। তস্যা এব বিষয়ভূতে ভবনে কর্তৃদৌর্লভ্যপ্রযুক্তং দৌর্লভ্যং দ্যোতয়ন্ অপিশব্দঃ স্যাদিত্যনেন সম্বধ্যতে। 'সর্পিষ' ইতি ষষ্ঠী তু অপিশব্দবলেন গম্যমানস্য বিন্দোরবয়বাবয়বিভাব-সম্বন্ধে। ইয়মেব হি অপিশব্দস্য পদার্থদ্যোতকতা নাম। দ্বিতীয়া তু নেহ প্রবর্ততে, সর্পিষো বিন্দুনা যোগো, ন তু অপিনা ইত্যুক্তত্বাৎ।

অপি স্তুয়াদ্বিষ্ণুম্ (সম্ভাবনম্— শক্ত্যুৎকর্ষমাবিষ্কর্তুমত্যুক্তিঃ)।। অপি স্তুহি শব্দে (অন্ববসর্গঃ—কামচারানুজ্ঞা)।। ধিগ্‌দেবদত্তম্, অপি স্তুয়াদ্ বৃষলম্ (গর্হা)।। অপি সিঞ্চ বিন্দু অপি স্তুহি (সমুচ্চয়ে)।।

• **পদটীকা। পদার্থ** — উহ্য কোন পদের অর্থ। **সম্ভাবন** — অত্যুক্তি, অসাধ্যসাধনশক্তি। **অন্ববসর্গ** — যথেচ্ছ আচরণে অনুমতি। **গর্হা** — নিন্দা। **সমুচ্চয়** — সমষ্টি, পরস্পর-নিরপেক্ষ একাধিক বস্তুর একত্র অন্বয়। **দৌর্লভ্য** — (১) স্বল্পতা, (২) অনিশ্চয়তা।

• **অনুবাদ**। এই (পাঁচটি) অর্থ দ্যোতনা করিলে 'অপি' কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। **পদার্থদ্যোতনার উদাহরণ**, যথা— সর্পিষোঽপি স্যাৎ। 'অপি' এখানে উপসর্গ নয় বলিয়া 'ষত্ব' হয় নাই। 'স্যাৎ' এই পদে সম্ভাবনার্থে বিধিলিঙ্ হইয়াছে। এই উদাহরণে — 'ভবন' (অস্তিত্ব) তাহার (সম্ভাবনার) বিষয় হওয়ায় [অর্থাৎ, অস্তিত্বের সম্ভাবনা এই অর্থে], কর্তার দৌর্লভ্য অর্থাৎ স্বল্পতা হেতু ক্রিয়ার দৌর্লভ্য অর্থাৎ অস্তিত্বে অনিশ্চয়তা দ্যোতনা করিয়া (সন্দেহদ্যোতক) 'অপি' শব্দ 'স্যাৎ' এই ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়াছে। 'অপি' শব্দের শক্তিতে দ্যোতিত উহ্য 'বিন্দু' শব্দের সহিত 'সর্পিস্' শব্দের অবয়বাবয়বিসম্বন্ধহেতু 'সর্পিষঃ' ৬ষ্ঠী হইয়াছে। 'অপি' শব্দের পদার্থদ্যোতনা বলিতে ইহাই বুঝায়। যেহেতু 'বিন্দু' শব্দের সহিত 'সর্পিস' শব্দের সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে, 'অপি' শব্দের সহিত নহে, অতএব ('অপি' এই কর্মপ্রবচনীয়যোগে) ২য়া হয় নাই।

• **'সম্ভাবন'অর্থে উদাহরণ**— অপি স্তুয়াদ্বিষ্ণুম্। শক্তির উৎকর্ষ দ্যোতনার জন্য অতিরঞ্জিত যে বর্ণনা, তাহাই 'সম্ভাবন'। **'অন্ববসর্গের' উদাহরণ** — অপি স্তুহি। 'অন্ববসর্গ' শব্দের অর্থ ইচ্ছানুসারে কর্মসম্পাদনের অনুমতি। **'গর্হার্থে**, যথা— ধিগ্‌দেবদত্তম্ ইত্যাদি। **'সমুচ্চয়ে'**, যথা — অপি সিঞ্চ ইত্যাদি।

• **আলোচনা**। 'অপি' এই কর্মপ্রবচনীয়ের দ্যোতনার বিষয় **৫টি**, যথা— (১) পদার্থ, (২) সম্ভাবন, (৩) অন্ববসর্গ, (৪) গর্হা ও (৫) সমুচ্চয়।

(১) **'পদার্থ'** শব্দে এখানে 'উহ্য' পদের অর্থ বুঝায়। কখনও কখনও 'অপি'

বাক্যে উহ্য 'বিন্দু' শব্দেরই সহিত 'সর্পিস'-এর সম্পর্ক, 'অপি'-র সহিত নহে। অতএব কর্মপ্রবচনীয়-যোগে 'সর্পিস্' শব্দে ২য়া হয় নাই। 'বিন্দু'-র সহিত 'সর্পিস্'-এর অবয়বাবয়বিসম্বন্ধ, অতএব 'সর্পিষঃ' সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী হইয়াছে।

(২) **'সম্ভাবন'-অর্থে** 'অপি' কর্মপ্রবচনীয় হয়। যে অত্যুক্তি দ্বারা অসাধ্যসাধনশক্তি প্রকাশ প্রায় তাহাই 'সম্ভাবন'। **যথা,** অপি স্তুয়াদ্বিষ্ণুম্। 'অবাঙ্মনসগোচর' যে বিষ্ণু তাঁহারও গুণবর্ণনে সমর্থ, ইহাই বাক্যার্থ। অচিন্তনীয়, অবর্ণনীয় তাঁহার গুণবর্ণনা অসম্ভব, অতএব ইহা অত্যুক্তি। এই অত্যুক্তিদ্বারা বর্ণয়িতার অসাধ্যসাধনশক্তি প্রকাশ পাইতেছে, অতএব ইহা 'সম্ভাবন'। 'অপি' শব্দবলেই এই শক্তি দ্যোতিত হইতেছে। 'অপি'-র কর্মপ্রবচনীয়ত্ব হেতু 'স্তুয়াৎ'-এ 'ষত্ব' হয় নাই।

(৩) **'অনুবসর্গ'** শব্দের অর্থ যথেচ্ছ-আচরণে অনুমতি। এই অর্থ দ্যোতনা করিলে অপি' কর্মপ্রবচনীয় হয়। **যথা,** অপিস্তুহি। যদি ইচ্ছা কর স্তব করিতে পার, ইহাই বাক্যার্থ। 'কিং স্তৌমি' এইরূপ প্রশ্নেরই উত্তর উক্ত বাক্য। স্তব করিতেই হইবে এইরূপ আদেশ নয়, স্তোতা ইচ্ছা করিলে স্তব করিতে পারে এইরূপ অনুমতিই এই বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে এবং 'অপি' শব্দের জন্যই এইরূপ অর্থ দ্যোতিত হয়। 'অপি' যেহেতু কর্মপ্রবচনীয়, অতএব 'স্তুহি' পদে 'ষত্ব' হয় নাই।

(৪) **গর্হার্থে** 'অপি' কর্মপ্রবচনীয় হয়। 'গর্হা' শব্দের অর্থ নিন্দা। যথা,— ধিগ্দেবদত্তম্, অপি স্তুয়াদ্ বৃষলম্। দেবদত্তকে ধিক্, যে বৃষল অর্থাৎ শূদ্রেরও তোষামোদ করিতেছে। শূদ্রতোষণের জন্য দেবদত্তের নীচতা অর্থাৎ নিন্দাই প্রকাশ পাইতেছে এই বাক্যে, এবং এই নিন্দা 'অপি' শব্দের জন্যই দ্যোতিত হয়। এখানেও কর্মপ্রবচনীয়ত্বহেতু 'ষত্ব' হয় নাই।

(৫) **'সমুচ্চয়'** শব্দের অর্থ সমষ্টি। এই অর্থে 'অপি' কর্মপ্রবচনীয় হয়। **যথা,** অপি সিঞ্চ, অপি স্তুহি। সেচন কর এবং স্তবও কর, ইহাই বাক্যার্থ। এখানে সেচন ও স্তুতি, এই দুইটি নিরপেক্ষ ক্রিয়া এক কর্তার সহিত অন্বিত। অতএব এই দুই ক্রিয়ার একত্র যে সংযোগ, তাহা সমুচ্চয়, 'অপি' শব্দই এই অর্থ দ্যোতনা করিতেছে। 'চ'-এর যে অর্থ,

'অপি'-রও তাহাই এখানে অর্থ। অপি যেহেতু কর্মপ্রবচনীয়, অতএব 'সিঞ্চ ও স্তুহি'-তে ষত্ব হয় নাই।

৫৫৮। কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে ২।৩।৫।।

• দী। ইহ দ্বিতীয়া স্যাৎ। মাসং কল্যাণী। মাসমধীতে। মাসং গুড়ধানাঃ।। ক্রোশং কুটিলা নদী। ক্রোশমধীতে। ক্রোশং গিরিঃ।। অত্যন্তসংযোগে কিম্? মাসস্য দ্বিরধীতে। ক্রোশস্যৈকদেশে পর্বতঃ।

• পদটীকা। অধ্বন্ — পথ, এখানে পথের পরিমাণ অর্থাৎ ক্রোশ প্রভৃতি। অত্যন্তসংযোগ — অতিশয়িত অর্থাৎ ব্যবধানবিহীন সর্বাত্মকযোগ অর্থাৎ ব্যাপ্তি। কল্যাণী— শুভদা (ক্রিয়া)। গুড়ধানা— গুড় ও ধানা অথবা গুড়মিশ্র ধানা। 'ধানা' শব্দের অর্থ ভৃষ্ট ধান্য (খই), ভৃষ্ট যব অথবা ভৃষ্ট তণ্ডুল (মুড়ি)। অতএব 'গুড়ধানা' শব্দের দ্বিবিধ অর্থ হইতে পারে। যথা, (১) গুড় এবং খই, মুড়ি অথবা ভাজা যব। (২) গুড়মিশ্রিত খই, মুড়ি অথবা ভাজা যব। কুটিলা — বক্রা। একদেশ — একাংশ।

• অনুবাদ। ইহ অর্থাৎ এখানে অর্থাৎ ব্যাপ্ত্যর্থে কালবাচক ও পথের পরিমাণবাচক শব্দের উত্তর ২য়া হয়। কালবাচকশব্দের উদাহরণ, যথা — মাসং কল্যাণী (একমাস ধরিয়া কাজটি শুভ ফল দিবে)। মাসমধীতে। মাসং গুড়ধানাঃ (একমাস ধরিয়া মুড়ি মুড়কি ইত্যাদি চলিতেছে)। অধ্ববাচক শব্দের উদাহরণ, যথা — ক্রোশং কুটিলা নদী (এক ক্রোশ ধরিয়া নদীটি আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত)। ক্রোশমধীতে। ক্রোশং গিরিঃ (এক ক্রোশ ব্যাপিয়া পর্বতটি বর্তমান)। ব্যাপ্ত্যর্থে কেন? ব্যাপ্তি না বুঝাইলে ২য়া হয় না যথা, — মাসস্য দ্বিরধীতে (মাসে দুইবার পড়িতেছে)। ক্রোশস্যৈকদেশে পর্বতঃ (এক ক্রোশের একাংশে এই পর্বত)।

• আলোচনা। ব্যাপ্তি বুঝাইলেই ২য়া হয়। যথা, মাসমধীতে। ক্রোশমধীতে। একমাস ধরিয়া, এক ক্রোশ ব্যাপিয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ মাসের মধ্যে কোনদিন অধ্যয়নে

বিরাম নাই, একক্রোশ পথের মধ্যে কোথাও অধ্যয়ন বন্ধ হয় নাই। অতএব 'ব্যাপ্ত্যে মাসম্, ক্রোশম্ ২য়া হইয়াছে। কিন্তু 'মাসস্য দ্বিরধীতে' ও 'ক্রোশস্যৈকদেশে পর্বতঃ' এ দুই বাক্যে কর্মের ব্যাপ্তি বুঝায় না। মাসে দুইবার মাত্র পড়িতেছে, সমগ্র মাস ধরিয় নহে। সমগ্র ক্রোশ ব্যাপিয়া পর্বতটি নয়, এক ক্রোশ পথের একাংশে উহার অস্তিত্ব অতএব 'অত্যন্তসংযোগ' না থাকায় মাসম্, ক্রোশম্ হয় নাই। 'মাসস্য' অধিকরণে ৬ষ্ঠী ('কৃত্বোহর্থপ্রয়োগে কালেঽধিকরণে' সূত্রানুসারে) ও ' ক্রোশস্য' শেষে ৬ষ্ঠী হইয়াছে।

সুবর্থপ্রকরণে — তৃতীয়া

❑ ৫৫৯। স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা ১।৪।৫৪।।

• দী। ক্রিয়ায়াং স্বাতন্ত্র্যেণ বিবক্ষিতঃ অর্থঃ কর্তা স্যাৎ।

• পদটীকা। ক্রিয়ায়াম্ — ক্রিয়াসম্পাদনে। স্বাতন্ত্র্য — প্রাধান্য। বিবক্ষিত — বক্তার ঈপ্সিত। অর্থ — বিষয় বা পদার্থ।

• অনুবাদ। ক্রিয়াসম্পাদনে প্রধানরূপে বক্তার ঈপ্সিত যে পদার্থ তাহা কর্তা।

• আলোচনা। 'কারকে' এই অধিকারসূত্রের অধীনস্থ এই সূত্র। কারকের মধ্যে যিনি 'স্বতন্ত্র' অর্থাৎ স্বাধীন বা প্রধান, তিনিই কর্তা, ইহাই আলোচ্য সূত্রের সম্পূর্ণ অর্থ।

ক্রিয়াসম্পাদনে কারকমাত্রই উপকারক। কোন কারক সামান্যতম অসহযোগিতা করিলেও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না। ইহাদের মধ্যে যিনি স্বতন্ত্র, তিনিই কর্তা। যিনি সক্রিয় হইলে অন্য কারকগুলি সক্রিয় হয়, যিনি প্রবৃত্ত না হইলে অন্য কারকগুলি ক্রিয়াসম্পাদনে উদ্যত থাকা সত্ত্বেও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না, তাঁহারই স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্য বলিতে ইহাই বুঝায়। কর্তাই ক্রিয়ার প্রধান আশ্রয়, তিনিই অন্য কারকগুলির নিয়ন্তা, অতএব তাঁহাকে 'স্বতন্ত্র' বলা হয়।

কিন্তু 'চেতন' পদার্থই কোন কর্মে স্বয়ং সক্রিয়, নিয়ামক অথবা স্বতন্ত্র হইতে পারে, অচেতন বা জড়পদার্থ নহে। যদি তাহাই হয়, তবে 'স্থালী পচাত, কাষ্ঠানি পচন্তি' ইত্যাদি স্থলে অচেতন 'স্থালী' অথবা 'কাষ্ঠ' কিরূপে কর্তা হইতে পারে? ইহারা যথাক্রমে পাকক্রিয়ার আধার ও উপকরণ, অতএব বস্তুত ইহারা 'অধিকরণ' ও 'করণ' কারক, ইহাদের 'কর্তৃত্ব' অসম্ভব। এইজন্যই দীক্ষিত বলেন, যে পদার্থ স্বতন্ত্র বা প্রধানরূপে বিবক্ষিত অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রেত, তাহাই কর্তা। **অর্থাৎ চেতন হউক অথবা অচেতন হউক, প্রধান হইবার যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, কোন পদার্থ প্রধানরূপে ঈপ্সিত হইলেই 'কর্তা' হইবে।** যেখানে পদার্থটি 'অচেতন' অথচ 'কর্তৃরূপে' ব্যবহৃত, সেখানে কর্তৃত্ব বক্তাকর্তৃক আরোপিত হয়। অতএব কর্তৃত্ব আরোপিত হওয়ায়, অধিকরণ 'স্থালী' ও করণ 'কাষ্ঠের' কর্তৃত্ব অশুদ্ধ নয়, সিদ্ধ।

'বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি ভবন্তি।' প্রসিদ্ধ বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে কোন একটি কারক অন্য কারকরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে, এবং কারকের ক্ষেত্রে ইচ্ছানুসারে কর্তৃত্বাদি আরোপ নিয়ম-সম্মত।

কিন্তু **যথার্থ** অথবা **আরোপিত** স্বাতন্ত্র্যই যদি 'কর্তৃত্বের' মানদণ্ড হয়, তবে **'প্রযোজ্যকর্তার'** কর্তৃত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, কারণ প্রযোজ্য কর্তার স্বাতন্ত্র্য নাই, অপরের প্রযোজনায় তিনি ক্রিয়া সম্পাদন করেন, 'প্রযোজক' তাঁহাকে প্রেরণা দেন মাত্র। **যথা, প্রভুঃ পাচকেন** অন্নং পাচয়তি। প্রভু এখানে পাচককে পাককর্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন সত্য, কিন্তু পাকক্রিয়া পাচকই সম্পন্ন করিতেছেন। পাচক প্রবৃত্ত না হইলে পাকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। পাককর্মের সহায়ক কারকগুলির 'পাচকই' নিয়ামক, 'প্রভু' নহে। অতএব পাচক 'প্রযোজ্য' হইলেও কর্তা। **যিনি যথার্থই ক্রিয়া সম্পাদন করেন, ক্রিয়াসম্পাদনে যিনি 'স্বতন্ত্র' অর্থাৎ কারকগুলির মুখ্য নিয়ামক, তিনি প্রযুক্ত অথবা অপ্রযুক্ত যাহাই হউন তিনিই কর্তা। এই প্রসংগে নিম্নোক্ত কারিকাটি স্মরণীয় ঃ— "প্রবৃত্তাবপ্রবৃত্তৌ বা কারকাণাং য ঈশ্বরঃ। অপ্রযুক্তঃ প্রযুক্তো বা স কর্তা নাম কারকম্।"**

এই জন্যই কেহ কেহ 'স্বতন্ত্র' শব্দের ব্যাখ্যা দেন — **'কুর্বন্ স্বতন্ত্রঃ, অকুর্বন্ ন'**। অর্থাৎ যিনি ক্রিয়া নিষ্পাদন করেন, তিনিই 'স্বতন্ত্র', যিনি ক্রিয়া নিষ্পাদন করেন না তিনি 'স্বতন্ত্র' নন। যিনি 'প্রযোজ্য' তিনি স্বয়ং ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন, অতএব নিশ্চিতই তিনি **'কর্তা'**।

যদি ক্রিয়াসম্পাদনে মুখ্য সহায়তা ও সাক্ষাৎ সক্রিয়তাই 'কর্তৃত্ব' হয়, তবে যিনি স্বয়ং ক্রিয়াসম্পাদন করেন না, ক্রিয়াসম্পাদনে মাত্র প্রেরণা দেন, তাঁহার অর্থাৎ **'প্রযোজকের' 'কর্তৃ সংজ্ঞা** ব্যাহত হয়। এই জন্যই পাণিনি **দ্বিবিধ কর্তার** কথা বলিয়াছেন, যথা— (১) স্বতন্ত্র কর্তা ও (২) হেতু-কর্তা। যিনি **স্বয়ং** অন্যকারকগুলির নিয়ামকরূপে ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তিনি **স্বতন্ত্র কর্তা** (সূত্রঃ- 'স্বতন্ত্রঃ কর্তা'-১।৪।৫৪), যিনি স্বতন্ত্র কর্তাকে কর্মে প্রযোজিত করেন তিনি **হেতুকর্তা** (সূত্রঃ— "তৎ-প্রযোজকো হেতুশ্চ"— ১।৪।৫৫)। 'স্বতন্ত্র' কর্তাই **শুদ্ধ কর্তা**, হেতুকর্তা **প্রযোজক কর্তা**।

পাণিনি-কৃত 'কর্তৃ'কারকের লক্ষণটি বড়ই সংক্ষিপ্ত, সেইজন্যই 'স্বতন্ত্র' শব্দটিকে ইয়া নানান সমস্যার উদ্ভব হয়। অতএব 'স্বতন্ত্র' কর্তার ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি াতব্য ঃ—

"**সাক্ষাৎক্রিয়াশ্রয়ঃ,** স্বক্রিয়াসিদ্ধৌ **কারকান্তরাণাং প্রবর্তকঃ** পদার্থঃ কর্তৃকারকমুচ্যতে।" সংক্ষেপত, ক্রিয়াসম্পাদনে সক্রিয় মুখ্য সহায়কই **কর্তা**, এই কর্তাকে যিনি প্রেরণা দেন, তিনি **হেতুকর্তা**। 'কর্তৃত্ব' আরোপিত হইলেও ব্যাহত হয় না, কর্তা 'প্রযোজ্য' হইলেও তাঁহার কর্তৃত্ব সিদ্ধ। ক্রিয়াসম্পাদনে প্রত্যক্ষ সক্রিয়তা ও মুখ্য নিয়ামকত্বই 'স্বাতন্ত্র্য'। এই স্বাতন্ত্র্যে **ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন** বিচার্য নহে।

❑ ৫৬০। সাধকতমং করণম্ ১।৪।৪২।।

• **দ্বী।** ক্রিয়াসিদ্ধৌ প্রকৃষ্টোপকারকং কারকং করণসংজ্ঞং স্যাৎ। তমব্গ্রহণং কিম্? গংগায়াং ঘোষঃ।

• **অনুবাদ।** ক্রিয়াসম্পাদনে যে-কারক প্রকৃষ্ট অর্থাৎ সর্বাধিক উপকারক, তাহা **'করণ'**। সূত্রে 'সাধক' শব্দের উত্তর 'তমপ্' প্রত্যয় যোগ করিবার প্রয়োজন কি? 'তমপ্' যুক্ত না হইলে 'গংগায়াং ঘোষঃ' (গংগাতটে ঘোষপল্লী) এই বাক্যে 'গংগার' অধিকরণত্ব বাধিত হয়।

• **আলোচনা।** যাহা ক্রিয়াসাধন করে তাহা 'সাধক'। 'কারকমাত্রই' ক্রিয়াসাধন

করে, অতএব 'সাধক'। তন্মধ্যে যাহা 'সাধকতম' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সাধক, তাহা 'করণ'। 'সাধকতম' শব্দের একটি পারিভাষিক অর্থ আছে। যে-কারকের ক্রিয়ার অব্যবহিত পরেই ক্রিয়া-নিষ্পত্তি, ফলোৎপত্তি হয়, তাহাই 'সাধকতম'। এই অর্থেই 'করণ' সাধকতম, নচেৎ কারকের উপকারকতায় উৎকর্ষাপকর্ষের ঠিক তারতম্য-নির্ণয় হয় না। **করণকারকের উদাহরণ, যথা — হস্তেন** বস্ত্রং গৃহ্নাতি, **চক্ষুষা** চন্দ্রং পশ্যতি। হস্তের ক্রিয়ার অব্যবহিত পরেই গ্রহণক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, চক্ষুর ক্রিয়ার অব্যবহিত পরেই চন্দ্রদর্শন ঘটে,. অতএব 'হস্ত' ও 'চক্ষু' সাধকতম কারক অর্থাৎ 'করণ' কারক।

করোতীতি **কারকম্**। সাধয়তীতি **সাধকম্**। 'কারক' ও 'সাধক' এই শব্দ দুইটি সমার্থক। কারকত্বই সাধকত্ব। অতএব 'সাধক' এই বিশেষণ দ্বারা কোন কারকের বিশেষত্বজ্ঞাপন অথবা লক্ষণনির্ণয় নিষ্প্রয়োজন। তথাপি যদি কোন কারকের লক্ষণ-নির্ণয়ে 'সাধক' এই বিশেষণ দেওয়া হয়, তবে 'সাধক' শব্দের অর্থ হইবে 'সাধকতম'। যেখানে সমস্ত ফলই মধুর, সেখানে যদি কোন প্রার্থী উপস্থিত হইয়া বলে, ইহাদের মধ্যে মধুরটি আমাকে দাও, তবে বুঝিতে হইবে 'মধুরতম' ফলটিই তাহার লক্ষ্য। অর্থাৎ, সব ফল 'মধুর' জানিয়াও যে 'মধুর' চাহে, তাহার 'মধুর' শব্দের অর্থ নিশ্চিতই 'মধুরতম'। তদ্রূপ কারকমাত্রই যেখানে সাধক সেখানে কারকের মধ্যে যাহা 'সাধক' এইরূপ উক্ত হইলে 'সাধক' শব্দে **'সাধকতম কারকই'** বুঝাইবে। অতএব 'সাধকং করণম্', করণের এইরূপ লক্ষণ করিলেই 'সাধকতমং করণম্' এই অর্থ প্রকাশ পাইত, এবং সূত্ররচনায় অল্পাক্ষরত্বই যখন অভিপ্রেত, তখন 'প্রকর্ষ' বুঝাইবার জন্য অযথা 'তমপ্' গ্রহণের কোন প্রয়োজন ছিল না।

একথা সত্য যে, 'করণের' লক্ষণে 'তমপ্' গ্রহণ না করিলেও 'তমপ্'-এর অর্থ অর্থাৎ প্রকৃষ্টার্থ প্রকাশ পাইত, কিন্তু 'করণে' ইষ্টসিদ্ধি হইলেও অধিকরণে অনিষ্ট ঘটিত।

'আধারোঽধিকরণম্' অর্থাৎ ক্রিয়ার আধার 'অধিকরণ', ইহাই হইল অধিকরণের সামান্য লক্ষণ। আধার ত্রিবিধ, যথা— (১) অভিব্যাপক (**উদাহরণ—তিলেষু তৈলম্**), (২) ঐকদেশিক (**গংগায়াং ঘোষঃ**) ও (৩) বৈষয়িক (**বিদ্যায়ামনুরাগঃ**)। ইহাদের মধ্যে

'অভিব্যাপক' আধারই হইল শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা সর্বাত্মক ও বৃহৎ আধার। ঐকদেশিক আধার সর্বাত্মক নয়, আংশিক এবং বৈষয়িক আধার ত' প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছুর ধারকই নহে। যদি 'তমপ্' যোগ না করিয়াই 'তমপ্'-এর অর্থ প্রকাশ পায়, যদি 'সাধক' শব্দের অর্থ হয় 'প্রকৃষ্ট' সাধক, তবে 'আধারোঽধিকরণম্' এই সূত্রে 'আধার' শব্দেরও অর্থ হইবে 'প্রকৃষ্ট' আধার। কারণ, একত্র 'তমপ্' না দিলেও তমপের অর্থ হইবে, অন্যত্র হইবে না, ব্যাকরণে এইরূপ ব্যভিচার অনভিপ্রেত ও অসমর্থনীয়। কিন্তু 'আধার' শব্দে যদি 'প্রকৃষ্ট' আধার বুঝায়, তবে প্রকৃষ্ট আধারই 'অধিকরণ' হইবে, অন্য আধার নহে। যদি তাহাই হয়, তবে 'তিলেষু তৈলম্' ইত্যাদি অভিব্যাপক প্রকৃষ্ট আধারের ক্ষেত্রেই অধিকরণত্ব সিদ্ধ হইবে, 'গংগায়াং ঘোষঃ' (গংগাতটের একাংশে ঘোষপল্লী) ইত্যাদি ঐকদেশিক আধারের ক্ষেত্রে নহে। 'গংগার' অধিকরণত্ব অসিদ্ধ হইলে 'সপ্তমী' বিভক্তিও অসিদ্ধ হইবে।

অতএব 'সাধক' শব্দে 'তমপ্' গ্রহণের একটি উদ্দেশ্য আছে। 'কারক-প্রকরণে' বিশেষ একটি নীতি বা নিয়ম জ্ঞাপন করাই ইহার লক্ষ্য। কারক-প্রকরণে 'তমপ্' প্রত্যয় ব্যতীত প্রকৃষ্টার্থ প্রকাশ পাইবে না, 'তমপ্' গ্রহণের দ্বারা এই নীতিই জ্ঞাপিত হয়। ফলত 'আধারোঽধিকরণম্' এই সূত্রে 'তমপ্' না থাকায় শুধু প্রকৃষ্ট অর্থাৎ 'অভিব্যাপক' আধারের নয়, সর্ববিধ আধারেরই অধিকরণতা সিদ্ধ। অতএব 'সাধকতম' শব্দে 'তমপ্' না থাকিলে 'করণে'-র লক্ষণ অসংগত না হইলেও 'অধিকরণের' লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ ঘটিত, এবং সেই দোষে 'গংগায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধিকরণত্ব ব্যর্থ হইয়া যাইত।

❑ ৫৬১। কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া ২।৩।২৮।।

• দী। অনভিহিতে কর্তার করণে চ তৃতীয়া স্যাৎ। রামেণ বাণেন হতো বালী।

• অনুবাদ। অনুক্ত কর্তা ও করণে তৃতীয়া হয়। যথা,— রামেণ ইত্যাদি। রামকর্তৃক বাণ দ্বারা বালী হত হইয়াছিল।

• আলোচনা। 'অনভিহিতে', এই অধিকারসূত্রের অধিকারে আলোচ্য সূত্রটি।

তাঁহাদের মতে উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে—

(ক) প্রকৃত্যা, প্রায়েণ, গোত্রেণ, সুখেন ও দুঃখেন — হেতৌ ৩য়া; এবং (খ) বিষমেন ও দ্বিদ্রোণেন — করণে ৩য়া। 'ভাষ্যকার' এইজন্যই এই সব ক্ষেত্রে 'হেতৌ' অথবা 'করণে' তৃতীয়া প্রতিপাদন করিয়া আলোচ্য 'বার্তিক' সূত্রটিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

❑ ৫৬২। দিবঃ কর্ম চ ১।৪।৪৩।।

• দী। দিবঃ সাধকতমং কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ। চাৎ করণসংজ্ঞম্। অক্ষৈরক্ষান্ বা দীব্যতি।

• অনুবাদ। 'দিব্' ধাতুর সাধকতম কারক অর্থাৎ 'করণ' কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সূত্রে 'চ' থাকার জন্য 'করণ'-ও হইবে। যথা, অক্ষৈঃ ইত্যাদি। 'পাশা' লইয়া খেলিতেছে।

• আলোচনা। 'দিব্' ধাতুর 'করণ' বিকল্পে 'কর্ম' হয়। যথা, 'অক্ষ' বস্তুত করণ হইলেও এই সূত্রবলে কর্মও হইয়াছে। 'অক্ষান্' এই দ্বিতীয়াকে সেইজন্য করণে২য়া বলা হয়।

❑ ৫৬৩। অপবর্গে তৃতীয়া ২।৩।৬।।

• দী। অপবর্গঃ ফলপ্রাপ্তিঃ। তস্যাং দ্যোত্যায়াং কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে তৃতীয়া স্যাৎ। অহ্না ক্রোশেন বা অনুবাকোঽধীতঃ। অপবর্গে কিম্? মাসমধীতো নায়াতঃ।

• অনুবাদ। 'অপবর্গ'শব্দের অর্থ ফলপ্রাপ্তি। 'ফলপ্রাপ্তি' বুঝাইলে 'ব্যাপ্ত্যর্থে' 'কাল' বাচক ও 'পথের পরিমাণ' বাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, অহ্না ইত্যাদি। 'অপবর্গে' কেন? 'অপবর্গ' না বুঝাইলে 'ব্যাপ্ত্যর্থে ২য়া' হয়। যথা, মাসমধীতো, নায়াতঃ (এক মাস ধরিয়া পঠিত হইয়াছে, কিন্তু ফলপ্রাপ্তি হয় নাই)।

• আলোচনা। আলোচ্য সূত্রে উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী 'কালাধ্বনোরত্যন্ত-সংযোগে' (২।৩।৫) এই সূত্রের অনুবৃত্তি হয়। অনুবৃত্তির দ্বারাই সূত্রটি পূর্ণাংগ হয়।

'অত্যন্তসংযোগে' অর্থাৎ ব্যাপ্ত্যর্থে, 'অপবর্গে' অর্থাৎ সমাপ্তি বা ফলপ্রাপ্তি বুঝাইলে, 'কালাধ্বনোঃ' অর্থাৎ কালবাচক ও অধ্ববাচক শব্দের উত্তর 'তৃতীয়া' বিভক্তি হয়। ইহাই সূত্রার্থ। শুধু ব্যাপ্ত্যর্থে ২য়া হয়, কিন্তু 'ফলপ্রাপ্তি' বুঝাইলে ব্যাপ্ত্যর্থে ৩য়া হইয়া থাকে, ইহাই 'অত্যন্তসংযোগে ২য়া' ও 'অপবর্গে ৩য়া'-র মধ্যে পার্থক্য।

উদাহরণ ঃ— (১) **কালবাচক ঃ—** অহ্না অনুবাকঃ অধীতঃ। অর্থাৎ একদিনের মধ্যেই 'অনুবাক' অর্থাৎ বৈদিক সূক্তসমষ্টি পঠিত হইয়াছে এবং **সমাপ্তও** হইয়াছে। [কতকগুলি মন্ত্র লইয়া **'সূক্ত'**, কতকগুলি সূক্ত লইয়া **'অর্থবাক'** হয়।]

(২) **অধ্ববাচক ঃ—** ক্রোশেন অনুবাকঃ অধীতঃ। চলিতে চলিতে এক্রোশের মধ্যেই সূক্তগুলি পঠিত হইয়া **সমাপ্ত** হইয়াছে। 'অপবর্গ' না বুঝাইলে ব্যাপ্ত্যর্থে ২য়া হয়। যথা, মাসমধীতঃ গ্রন্থঃ। গ্রন্থটি একমাস ধরিয়া পঠিত হইয়াছে, কিন্তু 'নায়াতঃ' (ন সমাপ্তঃ) অর্থাৎ সমাপ্ত হয় নাই। **'মাসেনাধীতঃ'** বলিলে শুধু 'পাঠ' নয় 'সমাপ্তি'-ও বুঝাইত।

❑ ৫৬৪। সহযুক্তেঽপ্রধানে ২।৩।১৯।।

• **দী।** সহার্থেন যুক্তে অপ্রধানে তৃতীয়া স্যাৎ। পুত্রেণ সহ আগতঃ পিতা। এবং সাকং সার্ধং সমং যোগেঽপি। বিনাপি তদ্‌যোগং তৃতীয়া—'বৃদ্ধো যূনা—' (৯৩১—১।২।৬৫) ইত্যাদি নির্দেশাৎ।

• **অনুবাদ।** 'সহার্থক' শব্দের যোগে 'অপ্রধানে' তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, **পুত্রেণ** সহ ইত্যাদি। 'এবং' অর্থাৎ এইরূপ 'সাকং', 'সার্ধং' ও 'সমং' শব্দের যোগেও ৩য়া হয়। **'বৃদ্ধো যূনা'**— এই সূত্রে পাণিনির নির্দেশ হেতু 'সহ' বা সহার্থক শব্দের সহিত যোগ না থাকিলেও ৩য়া হয়।

• **আলোচনা।** 'সহ' শব্দের যোগে 'অপ্রধানে' ৩য়া বিভক্তি হয়, ইহাই সূত্রটির আক্ষরিক অনুবাদ। কিন্তু শুধু 'সহ' নয়, সহার্থক যে কোন শব্দের যোগেই (যথা, সার্ধং, সমং, সাকম্ ইত্যাদি) তৃতীয়া দৃষ্ট হয়। অতএব দীক্ষিত 'লক্ষণা'বৃত্তি দ্বারা অর্থসম্প্রসারণ করিয়া 'সহ'-র 'সহার্থক' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু সূত্রে অপ্রধান শব্দটি লইয়াই সমস্যা।

• অতিরিক্ত উদাহরণ ঃ—

স **ছাত্রেণ** উপাধ্যায়মদ্রাক্ষীৎ। **শিখয়া** পরিব্রাজকম্, **কাকৈঃ** গৃহম্ অদ্রাক্ষম্, **যজ্ঞসূত্রেণ** দ্বিজম্ অদ্রাক্ষম্। **সেচনঘটৈঃ** বালপাদপেভ্যো জলং দাতুমাগচ্ছন্তি। ছাত্র, শিখা, কাক, যজ্ঞসূত্র ও সেচনঘট যথাক্রমে উপাধ্যায়, পরিব্রাজক, গৃহ, দ্বিজ ও জলদাতার পরিচায়ক লক্ষণ অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছে।

❑ ৫৬৭। সংজ্ঞোঽন্যতরস্যাং কর্মণি।২।৩।২২।।

• **দী**। সম্পূর্ণস্য জানাতেঃ কর্মণি তৃতীয়া বা স্যাৎ। **পিত্রা পিতরং** বা সংজানীতে (পিতাকে সম্যক্‌রূপে জানে)।

• **অনুবাদ**। 'সম্'পূর্বক 'জ্ঞা' ধাতুর (উভয়পদী) কর্মে বিকল্পে তৃতীয়া হইবে। যথা, 'পিত্রা' ইত্যাদি।

• **আলোচনা**। 'সম্-জ্ঞা' সকর্মক ধাতু, অতএব ইহার কর্মে ২য়া স্বাভাবিক। আলোচ্য সূত্রের বলে **'কর্মে'** ৩য়াও হয়। বস্তুত এই ৩য়া **'কর্মণি ৩য়া'**। ধাতুটি উভয়পদী, উভয় পদেই কর্মণি ৩য়া হইবে। 'স্মরণ' অর্থেও এই ধাতুটি প্রযুক্ত হয়। যে অর্থই হউক না, কর্মে বিকল্পে ৩য়া হইবে। **মতান্তরে** স্মরণার্থক হইলে ধাতুটির কর্মে **২য়া ও ৬ষ্ঠী** হইবে, **৩য়া নহে**।

❑ ৫৬৮। হেতৌ। ২।৩।২৩।।

• **দী**। হেত্বর্থে তৃতীয়া স্যাৎ। দ্রব্যাদিসাধারণং নির্ব্যাপারসাধারণঞ্চ হেতুত্বম্। করণত্বং তু ক্রিয়ামাত্রবিষয়ং ব্যাপারনিয়তঞ্চ। দণ্ডেন ঘটঃ। পুণ্যেন দৃষ্টো হরিঃ।

• **পদটীকা**। **হেত্বর্থেঃ**— হেতুঃ অর্থঃ যস্য তস্মিন্। অর্থাৎ হেতুবাচক শব্দে। **দ্রব্যাদিসাধারণম্ ঃ**— **'আদি' শব্দে** এখানে 'গুণ' ও 'ক্রিয়া' বুঝায়। **সাধারণ** — সমান। **দ্রব্যাদিষু সাধারণং দ্রব্যাদিসাধারণম্**। অর্থাৎ, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া, এই তিন ক্ষেত্রেই (হেতুত্ব) সমান, এই তিনের যে-কোনটি 'হেতু'-র ফল হইতে পারে। **নির্ব্যাপারসাধারণম্ ঃ**— 'ব্যাপার' শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ ক্রিয়া বা সচেষ্টতা (motion)।

নির্ব্যাপার — নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট (without physical motion)। **নির্ব্যাপারে সাধারণ অর্থাৎ সমানম্ নির্ব্যাপারসাধারণম্**। যথা সব্যাপারে তথা নির্ব্যাপারেঽপি সমান 'হেতুত্বম্' ইতি তাৎপর্যম্ অর্থাৎ, 'হেতু' 'সক্রিয়' অথবা 'নিষ্ক্রিয়' দুই-ই হইতে পারে **ব্যাপারনিয়তম্ঃ** — ব্যাপারে নিয়তং নিশ্চিতম্ 'ব্যাপার-নিয়তম্'। ইহা 'করণত্বে'র বিশেষণ। 'করণত্বে' অর্থাৎ করণকারকে 'ব্যাপার' অর্থাৎ ক্রিয়া সুনিশ্চিত। ইহাই তাৎপর্য

• **অনুবাদ**। হেতুবাচক শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। দ্রব্যাদি অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া এই তিন ক্ষেত্রেই হেতুত্ব সমান এবং যেমন ক্রিয়া তদ্রূপ অ-ক্রিয়াতেও হেতু সদৃশ। 'ক্রিয়াই' একমাত্র বিষয় বা ফল করণত্বের এবং করণত্বে ব্যাপার বা সক্রিয়তা (চেষ্টা) সুনিশ্চিত।

• **আলোচনা**। 'হেত্বর্থে' তৃতীয়ার আলোচনা-প্রসঙ্গে দীক্ষিত 'হেতু' ও 'করণে'র মধ্যে পার্থক্য বিচার করিয়াছেন। 'হেতু'-ও 'করণ', দুই-ই **কারণ** (Cause) কারণমাত্রেরই কার্য (effect) আছে অর্থাৎ যাহা কার্যোৎপত্তির সহায়ক বা ফলোৎপাদক তাহাই কারণ। 'হেতু' ও 'করণ' যেহেতু 'কারণ', অতএব ইহারা উভয়েই ফলোৎপাদক পদার্থ, ফলোৎপাদনযোগ্যতা ইহাদের সাধারণ ধর্ম। উভয়েই তৃতীয়া বিভক্তি হয়। তবে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ইহারই উত্তরে দীক্ষিত বলেন— 'দ্রব্যাদিসাধারণম্' ইত্যাদি।

'কারণ' ও 'কার্যের' বৈশিষ্ট্য দেখিয়াই ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হয়। 'হেতু'রূপ কারণের কার্য বা ফল তিনই হইতে পারে, যথা— দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া। কিন্তু 'করণ'রূপ কারণের 'ক্রিয়াই' হইবে একমাত্র ফল। অধিকন্তু হেতুত্বে 'কারণ'টি 'সক্রিয়' অথবা 'নিষ্ক্রিয়' দুই-ই হইতে পারে, কিন্তু করণত্বে 'কারণ' সর্বদাই 'সক্রিয়' হইবে। উদাহরণ, যথা—

হেতু ঃ—

(১) দণ্ডেন ঘটঃ। (২) বিদ্যয়া যশঃ। (৩) পুণ্যেন দৃষ্টো হরিঃ।

উক্ত উদাহরণগুলিতে দণ্ড, বিদ্যা ও পুণ্য 'কারণ' এবং ঘট (দ্রব্য), যশ (গুণ) ও

হরিদর্শন (ক্রিয়া) যথাক্রমে উহাদের 'কার্য'। ঘটোৎপাদনে 'দণ্ডের' ক্রিয়া (motion) প্রত্যক্ষ হয়, অতএব 'দণ্ড' সব্যাপার; কিন্তু যশোলাভে 'বিদ্যার' এবং হরিদর্শনে 'পুণ্যের' যেহেতু সচেষ্টতা প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব 'বিদ্যা' ও 'পুণ্য' নির্ব্যাপার। তাহা হইলে কার্য ও কারণের বৈশিষ্ট্যবিশ্লেষণে দেখা যায় যে, **প্রথম উদাহরণে 'কারণ'** সব্যাপার, **কার্য** 'দ্রব্য', **দ্বিতীয়ে 'কারণ'** নির্ব্যাপার, **কার্য** 'গুণ' এবং **তৃতীয়ে 'কারণ'** নির্ব্যাপার ও কার্য 'ক্রিয়া'। কিন্তু **'করণত্বে'** যেহেতু 'কারণ' হয় সব্যাপার এবং কার্য 'ক্রিয়া', অতএব দণ্ড, বিদ্যা ও পুণ্য **'করণ'** নয়, 'হেতু', এবং এই তিনটি ক্ষেত্রে যে তৃতীয়া তাহা **'হেতৌ' ৩য়া, 'করণে' নহে। এক্ষেত্রে ইহাও স্মরণীয় যে, করণের ক্ষেত্রে যুগপৎ 'কারণ'** হইবে সব্যাপার এবং **'কার্য'** হইবে ক্রিয়া। কারণ ও কার্যের বৈশিষ্ট্য **যুগপৎ** প্রকাশিত না হইলে 'করণ' হয় না, 'হেতু' হয়।

করণ ঃ— (১) **দণ্ডেন** ঘটং করোতি। (২) **হস্তেন** গৃহ্নাতি ফলম্। উক্ত উদাহরণ-দ্বয়ে দণ্ড ও হস্ত 'কারণ' এবং নির্মাণ (ক্রিয়া) ও গ্রহণ (ক্রিয়া) 'কার্য'। দণ্ড ও হস্ত উভয়ই 'সব্যাপার', কারণ ঘটনির্মাণে দণ্ডের ও ফলগ্রহণে হস্তের সঞ্চলন (motion) প্রত্যক্ষ হয়। অতএব উভয়ত্রই **যুগপৎ** কারণ 'সব্যাপার' এবং কার্য 'ক্রিয়া' যখন সুনিশ্চিত তখন 'দণ্ড' ও 'হস্ত' **'হেতু নয়, 'করণ'** এবং উভয়ত্র যে ৩য়া, তাহা **করণে ৩য়া**। ইহাই হইল দীক্ষিতের মতে হেতু ও করণের পার্থক্য। পাণিনীয় ব্যাকরণের টীকাকার (**টীকা**—ভাষাবৃত্তি) **পুরুষোত্তম দেবের মতে** হেতু ও করণের মধ্যে আরও একটি পার্থক্য আছে। তিনি বলেন— **'হেত্বধীনঃ কর্তা কর্ত্রধীনং করণম্'**। কর্তা 'হেতুর' অধীন এবং 'করণ' কর্তার অধীন। অর্থাৎ, 'হেতু' কর্তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে, কর্তা 'করণ'কে। যথা, বালকঃ হর্ষেণ নৃত্যতি। এখানে 'হর্ষই' বালককে অর্থাৎ কর্তাকে নৃত্যকর্মে প্রবৃত্ত করিতেছে অতএব হর্ষ 'হেতু'। কিন্তু **'চক্ষুষা** চন্দ্রং পশ্যতি বালকঃ' এই উদাহরণে 'বালক' অর্থাৎ কর্তাই 'চক্ষু'কে দর্শনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করিতেছে, অতএব চক্ষু 'হেতু' নয়, 'করণ'।

- **দী।** ফলমপীহ হেতুঃ। **অধ্যয়নেন** বসতি।
- **অনুবাদ।** 'ফল' বা কার্যও এখানে 'হেতু'। **যথা,** অধ্যয়নেন বসতি (অধ্যয়নের জন্য বাস করিতেছে)।

● আলোচনা। 'হেতু' কারণ (cause), কার্য (effect) নয়। 'কারণ' পূর্ববর্তী এবং 'কার্য' পরবর্তী ব্যাপার। যদি তাহাই হয়, তবে 'অধ্যয়নেন বসতি' এই উদাহরণে 'অধ্যয়ন' কিরূপে হেতু হইতে পারে, কারণ, 'অধ্যয়ন' কারণ নয়, কার্য। বাস করিবার পর অধ্যয়ন হয় অতএব 'বাস'ই পূর্ববর্তী ব্যাপার, 'অধ্যয়ন' নহে। 'অধ্যয়ন' পরবর্তী ব্যাপার হইলে হেতু হইতে পারে না। এই জন্যই দীক্ষিত বলিয়াছেন 'হেতু কারণ অথবা কার্য দুই-ই হইতে পারে। আলোচ্য উদাহরণে ' হেতু কার্য, কারণ নহে। অতএব এই উদাহরণে 'হেতৌ তৃয়া' সিদ্ধ।

'হেতু ও 'করণে'-র মধ্যে ইহাও অন্যতম পার্থক্য। 'করণ' যেহেতু 'সাধকতম' কারক, অতএব **তাহা সর্বদাই পূর্ববর্তী ব্যাপার অর্থাৎ 'কারণ'**, কার্য নহে। কিন্তু 'কারণ'বৎ **কার্যও 'হেতু হইতে পারে**। 'অধ্যয়ন' যেহেতু কার্য, অতএব তাহা 'সব্যাপার' হইলেও কোনক্রমেই 'করণ' হইতে পারে না। ফলত **'হেতু যেখানে 'কারণ'**, সেখানেই 'হেতু ও করণের ভেদ নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। **'হেতু' যেখানে 'কার্য'** সেখানে করণত্বের কোন সংশয়ই উঠে না, যেহেতু 'করণ' সততই 'কারণ', কার্য নহে।

● **দী। গম্যমানাপি ক্রিয়া কারকবিভক্তৌ প্রযোজিকা**। অলং শ্রমেণ। শ্রমেণ সাধ্যং নাস্তি ইত্যর্থঃ। ইহ সাধনক্রিয়াং প্রতি শ্রমঃ করণম্। শতেন শতেন বৎসান্ পায়য়তি পয়ঃ। শতেন পরিচ্ছিদ্য ইত্যর্থঃ।

● **পদটীকা। গম্যমান**— উহ্য বা সাক্ষাৎভাবে অনুক্ত। প্রযোজিকা— সাধিকা অর্থাৎ সাধন করে। **পয়ঃ**— দুগ্ধ অথবা জল। **পরিচ্ছিদ্য**— বিভজ্য অর্থাৎ ভাগ করিয়া।

● **অনুবাদ**— ক্রিয়া বাক্যে সাক্ষাৎভাবে উক্ত না হইলেও কারক-বিভক্তি সাধন করে অর্থাৎ কারক-বিভক্তির কারণ হয়। **যথা**, অলং **শ্রমেণ**। শ্রম দ্বারা সাধ্য নহে অর্থাৎ শ্রম ব্যর্থ, ইহাই বাক্যার্থ। এই উদাহরণে 'শ্রম' (উহ্য) 'সাধন' ক্রিয়ার 'করণ'। **দ্বিতীয় উদাহরণ** হইল 'শতেন শতেন' ইত্যাদি। একশ'টি করিয়া ভাগ করিয়া অর্থাৎ এক শতের একটি দল করিয়া বৎসগুলিকে দুগ্ধ বা জল পান করাইতেছে।

● **আলোচনা**। কারকমাত্রই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত। ক্রিয়াই কারকবিভক্তির কারণ। ক্রিয়ার সহিত অন্বয় না হইলে কারক হয় না। যদি তাহাই হয়, তবে 'অলং শ্রমেণ' এই

বাক্যে ক্রিয়া না থাকায়, 'শ্রমেণ' কিরূপে করণে ৩য়া হইতে পারে। ইহারই উত্তরে দীক্ষিত বলেন — 'গম্যমানাপি ক্রিয়া' ইত্যাদি। ক্রিয়াই কারক-বিভক্তির নিমিত্ত একথা সত্য, তবে সে ক্রিয়া বাক্যে উক্ত না হইয়া উহ্য হইলেও কারক-বিভক্তির কারণ হইতে পারে। উক্ত উদাহরণে ক্রিয়া 'সাক্ষাৎভাবে' উক্ত না হইলেও 'অলং' শব্দের মধ্যে ক্রিয়া 'উহ্য' আছে। 'অলং' শব্দের অর্থ এখানে 'ন সাধ্যতে'। অতএব 'অলম্'-এর অন্তর্নিহিত 'সাধন' ক্রিয়ারই করণ হইল 'শ্রম', 'শ্রমেণ' এই পদে 'কারক-বিভক্তি' ৩য়ার কারণ হইল 'ন সাধ্যতে' এই ক্রিয়া। 'শতেন শতেন—' এই উদাহরণে 'পরিচ্ছিদ্য' এই উহ্য ক্রিয়ার 'করণ' হইল 'শত', অতএব 'শতেন' এই করণে ৩য়া সিদ্ধ।

অতিরিক্ত উদাহরণ ঃ—

অলমেতাবদ্ভিঃ **কুসুমৈঃ**। এই ফুলেই কার্য সম্পন্ন হইবে, কার্য সাধনে এই ফুলই সমর্থ।

'অলম্' শব্দের অর্থ এখানে 'সাধ্যতে, অতএব 'কুসুম' এখানে উহ্য 'সাধন' ক্রিয়ারই 'করণ'।

'অলম্' শব্দের দুইটি অর্থ ঃ—(১) ন সাধ্যতে অর্থাৎ ব্যর্থ ও (২) সাধ্যতে অর্থাৎ সমর্থ। 'অলং শ্রমেণ' এই বাক্যে 'ব্যর্থতা' এবং 'অলমেতাবদ্ভিঃ কুসুমৈঃ' এই উদাহরণে 'অলম্'-এর সামর্থ্যার্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

'করণ'কারক প্রকরণে দীক্ষিতের এই উক্তি উক্ত হইলেও সমস্ত কারক-বিভক্তির ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য। অর্থাৎ, 'উহ্য' ক্রিয়াও যে-কোন কারক-বিভক্তির কারণ হইতে পারে, ইহাই সারার্থ।

• দী। **"অশিষ্টব্যবহারে দাণঃ প্রয়োগে চতুর্থ্যর্থে তৃতীয়া"** (বার্তিক)। দাস্যা সংযচ্ছতে কামুকঃ। ধর্ম্যে তু ভার্যায়ৈ সংযচ্ছতি।

• **অনুবাদ**। অভদ্রোচিত আচরণ বুঝাইলে 'দাণ্' অর্থাৎ ভ্বাদিগণীয় 'দা' ধাতুর প্রয়োগে 'চতুর্থ্যর্থে' অর্থাৎ 'সম্প্রদানে' চতুর্থীর স্থলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, দাস্যা ইত্যাদি। অর্থাৎ দাসীকে লম্পট দান করিতেছে। ধর্মসংগত আচরণ বুঝাইলে তৃতীয়া হয় না। যথা ভার্যায়ৈ সংযচ্ছতি। আপন পত্নীকে দান করিতেছে।